খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় বিদ্যালয়ের নিজস্ব হল রুমে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশে এ বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বিদায় অনুষ্ঠানে খোকসা যুব সংঘ সভাপতি সামসুজ্জামান হামিদুল সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষিকা উলফাতুন নাহার, এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন খোকসা যুব সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, অর্থ সম্পাদক শরিফুজ্জামান টুটুল, সহ সাধারণ সম্পাদক হেলাল শেখ, খাদ্য বিষয়ক সম্পাদক মোশারফ হোসেন, নির্বাহী সদস্য মাসুম রেজা, জিহাদ, সাইফুল ইসলামসহ সংগঠনের আরও নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, বিদায় মানে শেষ নয়, এগিয়ে যাওয়ার নতুন পথচলা। তোমরা পরবর্তীতেও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে এবং বিদ্যালয়ের সুনাম ধরে রাখবে।

সংগঠনের সভাপতি বলেন, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। পঞ্চম শ্রেণির এই শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা যেন সৎ, আদর্শবান ও জ্ঞানী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

অনুষ্ঠানে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপহার এবং শুভকামনা জানিয়ে বিদায় দেয়া হয়। শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয় এবং এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে হাসি ফুটালো শুভসংঘ

প্রাথমিক বিদ্যালয জীবনের শেষ দিনে অশ্রু সিক্ত বিদায় বেলায শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফোটালো মেহেরপুর শুভসংঘ।

আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর সদরের বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ১৮ শিক্ষার্থীদের মাঝে পরীক্ষা সহায়ক উপকরণ সামগ্রী তুলে দেন সংগঠনটির সদস্যরা।

বসুন্ধরা শুভসংঘের শিক্ষা উপকরণ পেয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে খাতা, কলম, হার্ডবোর্ড, স্কেল,ফাইল ও জ্যামিতি বক্স তুলে দেওয়া হয়েছে।

বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি এস এম রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক কালের কণ্ঠ জেলা প্রতিনিধি ও বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা ইয়াদুল মোমিন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফৌজিয়া আফরোজ তুলি, সহকারী শিক্ষক স্বামীমা ইয়াসমিন সাথী।

কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন বলেন, আজকে তোমাদের প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের শেষ দিন। শেষ দিন অর্থাৎ এই স্কুল থেকে বিদায়। এরপরে তোমরা যাবা নতুন কোন স্কুলে, নতুন কোনো পরিবেশে। এই বিদায় উন্নতির জন্য বিদায়, ভালোর জন্য বিদায়। এই বিদায সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো একটি জায়গা ছেড়ে দেওয়া। তোমাদের এই বিদায় ক্ষণে আমরা বসুন্ধরা শুভ সংঘের মাধ্যমে তোমাদের মুখে একটু হাসি ফুটাতে চাই, যে হাসিটা তোমাদের এই বিদায়কে একটু স্বস্তি দেবে, একটু আনন্দ দেবে।

তিনি আরো বলেন, বসুন্ধরা শুভ সংঘ এমন উদ্যোগ সারা দেশে নিচ্ছে। যারা খুবই অসহায় গরিব, তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। মেহেরপুরে কয়েকবার শত শত কম্বল বিতরণ করেছি। যারা একেবারে অসহায়, তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য দোকান করে দিয়েছি। একটা মেয়েকে তার পড়ালেখা করানোর জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছি। এভাবে আমরা অনেক কাজ করি, কিন্তু নীরবে নিভৃতে।

সভাপতির বক্তব্য এস এম রফিকুল আলম বকুল বলেন, তোমাদের উপহারে একটা কথা লেখা আছে শুভ কাজে সবার পাশে। আমরা আসলে কি করতে চাই সেটা লেখা আছে। আমরা ভালো কাজের সবার সাথে থাকতে চাই, সবার সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চাই উদ্দেশ্য আমাদের এটাই। উপহার যদি একটি চকলেটও হয়, আমার কাছে মনে হয় ওটাও একটি উপহার। আমাদের এটা খুবই সামান্য একটি উপহার, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমাদের সমাজের প্রত্যেককে যদি এই কাজটা করতে থাকি, তাহলে এই কাজটা আর সামান্য থাকবে না, অসামান্য হয়ে যাবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ফৌজিয়া আফরোজ তুলি বলেন, বসুন্ধরা শুভ সংঘ তোমাদের হাতে একটি উপহার তুলে দিয়েছে। কালকে তোমাদের পরীক্ষা, পরীক্ষায় একটু সাহায্য হবে। শুভ সংঘ যেহেতু শুভ কাজে আছে, বাংলাদেশে মাদক, বাল্যবিবাহ এবং হানাহানি আমরা যেন অসহিষ্ণু জাতি হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত হতে যাচ্ছি। এগুলো নিয়ে কাজ করলে আমার মনে হয় আরো ভালো হবে।
আর আমার শিশুদের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা যেন মারামারি, হানাহানি বা অসহিষ্ণুতা পরিহার করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সহযোগিতামূলক আচরণ করো।

বসুন্ধরা শুভসংঘ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. নাফিউল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ অনিক হাসান, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ সম্পাদকঃ আব্দুল্লাহ আল নোমান, কার্যকরী সদস্যঃ লামইয়া, আলিফ খান, লিখন আলী, মোঃ মনিব, আলিফ হাসান, নাসিম রানা, জুনাইদ ইকবাল, সাকিব হাসান রুদ্র, ইয়াছির ইউসুফ ইমন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

কর্মসূচি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিতর্কিত ভিডিও কলের অশ্লীল কথোপকথন ও অঙ্গভঙ্গের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে বিদ্যালয় ক্যাম্পাস। রবিবার সকাল থেকে বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীসহ প্রধান শিক্ষকের ভিডিও কলে অশোভন কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তারা ক্ষুব্ধ। তারা বলেন, একজন শিক্ষক যদি এভাবে শিক্ষার্থীর সাথে অশ্লীলতায় জড়ান, তাহলে আমরা কীভাবে নিরাপদে স্কুলে পড়াশোনা করব? স্থায়ী বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

অভিভাবকেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের পরিবেশ বেশ ভালো ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক এই ঘটনায় তারা চরম আতঙ্কে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। তাদের বক্তব্য–অভিভাবকের পরেই শিক্ষকের স্থান। সেখানে কোনো শিক্ষক যদি নিজের অবস্থান ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা আর কোথায়?

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের এমন ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডে তারা বিব্রত ও ক্ষুব্ধ। শিক্ষকরা বলেন, এ ধরনের অনৈতিক ঘটনার বিচার হওয়া জরুরি, যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং অন্যরা ভবিষ্যতে এমন নিন্দনীয় কাজে জড়ানোর সাহস না পায়।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোখলেসুর রহমান জানান, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই প্রধান শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্থায়ী বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলমান। আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত দ্রুতই জানানো হবে।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম বলেন, ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সভাপতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করলেন ডিসি

মেহেরপুর জেলার এসএসসি ও এইচএসসিতে শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক ড. মো. আবদুল ছালাম।

গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার দিকে বিদ্যালয়ে আগমন করলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক প্রথমে সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের বলেন, সত্যিকারের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যে কাজ করবেন, তা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, এখন আমাদের সেবা দেওয়ার দায়িত্ব।

পরিদর্শনের সময় তিনি বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি ঘুরে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের আরও নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠান ঢাকার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তুলনীয় এবং কোনো দিক থেকে কম নয়।

ডিজিএম শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পেশাজীবী হিসেবে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সহ বিভিন্ন সম্ভাব্য পেশার দিক তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভালভাবে পড়াশোনা করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ভাল মানুষ হওয়াও জরুরি। যদি ভাল মানুষ না হও, তবে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগবে না।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক সন্ধানী সংস্থা ও সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. মোকলেছুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা জাপানি দাতাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এছাড়া সংস্থার বিভিন্ন

প্রকল্প ও কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, কলেজ অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এবং মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল।

ঝিনাইদহে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘স্কুল হোক বিজ্ঞান শিক্ষার আনন্দময় কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু’ এ শ্লোগানে এ বিজ্ঞান মেলা অুনষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ নিউ একাডেমী স্কুল মাঠে এ মেলার উদ্বোধন করেন, ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান। বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই)’র আয়োজনে এ মেলায় ঝিনাইদহ সদরের ২২টি ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। বিভিন্ন স্টলে শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্ভাবনী প্রজেক্ট ও বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল প্রদর্শন করেন।

এসব মডেলের মাধ্যমে তারা দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের নতুন ধারণা তুলে ধরেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই) এর পরিচালক শরিফা খাতুন, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফর রহমান, ঝিনাইদহ সরকারি নুরুন নাহার মহিলা কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল এনএম শাহাজালাল, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক ইমরান হোসেন, নিউ একাডেমী স্কুলের প্রধান শিক্ষক বদরুজ্জামান বাদশা।

এসময় কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘোড়াগাছা লাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রথম স্থান, দরীবিন্নি মাধ্যমিক বিদ্যালয় দ্বিতীয়

স্থান ও শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ তৃতীয় স্থান অধিকার করে। তাছাড়া স্টল বা প্রজেক্ট দূর্গাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রথম স্থান, চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দ্বিতীয় স্থান ও জমিলা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য ও প্রতিকার শীর্ষক মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য ও প্রতিকার শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় হরিণাকুণ্ডুস্থ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের উদ্যোগে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য ও প্রতিকার শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আবুল হাসান মাস্টারের সভাপতিত্বে ও উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, মাসুদুল হক টিটোর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম.এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি জিন্নাতুল হক খাঁন, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আনিচুর রহমান, উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রভাষক আনিচুর রহমান, উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ এবং উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মোমিন।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য কামরুজ্জামান লিজি, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

সহকারী অধ্যাপক কামাল উদ্দিন, জেলা শিক্ষক সমিতির আহবায়ক আশরাফুল ইসলাম প্রমূখ। মতবিনিময় সভায় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন পাচ্ছে দুইটি সাবজেক্ট

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালুর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দুইটি বিষয় অনুমোদন দিচ্ছে।

ইউজিসির সর্বশেষ বৈঠকে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় ও বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালুর জন্য দুটি করে বিষয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলছে। ইউজিসির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক মাকছুদুর রহমান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে আজ রবিবার পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মেহেরপুরে তিনটি স্থান ময়ামারির মাঠ, বিএডিসির বারাদি ফার্ম ও খড়ের মাঠ পরিদর্শন করেছেন।

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ভর্তি হবে।
মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনার্স ভবনে ছয়টি কক্ষ বরাদ্দ দিয়ে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি অফিস ভাড়া নিয়ে রেজিস্ট্রারসহ প্রয়োজনীয় কর্মকর্তাও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে জেলার সেরা গাংনীর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় এবারের গড় পাসের হার ৪১%। যা বিগত বছর গুলোর তুলনায় অনেক কম। একই সঙ্গে কমেছে জিপিএ ৫ প্রাপ্তর সংখ্যাও। মেহেরপুরের দুটি সরকারি কলেজ ও পৌর কলেজের ফলাফলও তুলনামূলক খারাপ হয়েছে।

এইচএসসি (জেনারেল) শাখায় মেহেরপুর সদর উপজেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজে এ বছর মোট ৫৪৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৩১৮ জন। পাসের হার ৫৮%। মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে মোট ৭৩১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৪৬৪ জন। পাসের হার ৬১.২%। মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে ৩২২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১৩২ জন, গড় পাসের হার ৪১%। মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১০ জন এবং গড় পাসের হার ১৫%। ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ (বর্তমান নাম মেহেরপুর পৌর কলেজ) এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩৯৭ জন, এর মধ্যে পাস করেছে ১৮১ জন। গড় পাসের হার ৪৬%। যাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭১ জন, এর মধ্যে পাস করেছে ৯ জন। পাসের হার ১৩%। এ আরবি কলেজ থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭২ জন, পাস করেছে ২৬ জন, গড় পাসের হার ৩৬%।

গাংনী উপজেলায় সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১০৩ জন, পাস করেছে ৯৭ জন, গড় পাসের হার ৯৪%, যা মেহেরপুর জেলায় সর্বোচ্চ গড় পাসের হার। গাংনী সরকারি কলেজে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩১৫ জন, পাস করেছে ১৯৪ জন, গড় পাসের হার ৪৭%। গাংনী মহিলা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৫৯ জন, পাস করেছে ১২৬ জন, গড় পাসের হার ৪৯%। কাজিপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭২ জন, পাস করেছে ৫৯ জন, গড় পাসের হার ৫২%। মড়কা জাগরণ কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩ জন, পাস করেছে ১ জন, গড় পাসের হার ৩৩%। বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ (বর্তমান তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজ) থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১০২ জন, পাস করেছে ৪১ জন, গড় পাসের হার ৪০%। বামুন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২০৮ জন, পাস

করেছে ৫০ জন, গড় পাসের হার ২৪%। করমদি ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৯৪ জন, পাস করেছে ৪৬ জন, গড় পাসের হার ৩১%। গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৪৯ জন, পাস করেছে ৭২ জন, গড় পাসের হার ৪৮%। কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৬ জন, পাস করেছে ১০ জন, গড় পাসের হার ৬২%। বিএন কলেজ থেকে ১৬ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই অকৃতকার্য হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলায় মুজিবনগর সরকারি কলেজে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩২২ জন, পাস করেছে ১৩২ জন, গড় পাসের হার ৪১%। মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ে মোট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১০ জন এবং গড় পাসের হার ১৫%। মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬৭ জন, পাসের হার ৩৭%।

এইচএসসি পরীক্ষায় মেহেরপুর জেলায় গড় পাসের হারে গাংনীর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ শীর্ষস্থান দখল করেছে।

এইচএসসি বিএম শাখায় মেহেরপুর সদরে মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭৮ জন, পাস করেছে ২৭ জন, গড় পাসের হার ৩৫%। মেহেরপুর সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২২ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১৯ জন, গড় পাসের হার ৮৬%। গাংনী উপজেলায় গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭৩ জন, পাস করেছে ২৬ জন, গড় পাসের হার ৩৬%। গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৮১ জন, পাস করেছে ২৪ জন, গড় পাসের হার ৩০%। হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭ জন, পাস করেছে ৬ জন, গড় পাসের হার ৩৫%। তেরাইল ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬৩ জন, পাস করেছে ৩০ জন, পাসের হার ৪৮%। গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৪১ জন, পাস করেছে ৯ জন, গড় পাসের হার ২২%। ধানখোলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৬ জন, পাস করেছে ৫ জন, গড় পাসের হার ৩১%। মুজিবনগর উপজেলায় আন-নূর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬০ জন, পাস করেছে ৩৫ জন, গড় পাসের হার ৫৮%।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় আমঝুপি আলিম মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২০ জন, পাস করেছে ১৭ জন, গড় পাসের হার ৮৫%। মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া ফাজিল

মাদ্রাসা থেকে ৪১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৩৪ জন, গড় পাসের হার ৮৩%। মানিকনগর ডিএস মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২১ জন, পাস করেছে ১৫ জন, গড় পাসের হার ৭১%। মানিকদিয়া এগারপাড়া মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৮ জন, পাস করেছে ১৬ জন, গড় পাসের হার ৮৯%। হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৯ জন, পাস করেছে ১৬ জন, গড় পাসের হার ৮৪%। গাংনী সিদ্দিকিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৫ জন, পাস করেছে ২৪ জন, গড় পাসের হার ৯৬%।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭৮ জন, পাস করেছে ৭৮ জন, গড় পাসের হার ৫৯% এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৫ জন, পাস করেছে ৫ জন, গড় পাসের হার ৫০%।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজিতে ফল বিপর্যয় রোধে শিক্ষার্থীদের করণীয়

বর্তমান বিশ্বে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি আজ শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয় বরং জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্য, কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বায়নের এই যুগে ইংরেজি এমন এক সেতুবন্ধন, যার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি ও ভাষার মানুষ একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। শিক্ষা, গবেষণা, কর্মসংস্থান ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি হলো ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য ইংরেজি শেখা এখন সময়ের দাবি। ইংরেজিতে সফলতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের করণীয় বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :–

১। শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখী হওয়া -

ইংরেজেত ভালো ফলাফল করতে হলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে এবং শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত পাঠ মনোযোগসহকারে শুনতে হবে। ক্লাসে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয় এবং ভুল ধারণা দূর হয়।

২। টেক্সট বুক ও রেফারেন্স বই পড়ার উপরে জোর দেওয়া -
অনেক শিক্ষার্থী শুধুমাত্র গাইড বইয়ের উপর নির্ভর করে যা ভুল অভ্যাস। ইংরেজিতে দক্ষ হতে হলে পাঠ্যপুস্তককেই মূল ভিত্তি হিসেবে নিতে হবে। টেক্সট ও রেফারেন্স বই পড়লে ভাষার গঠন, শব্দভাণ্ডার ও বাক্যরীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় এবং একজন শিক্ষার্থীকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করায়।

৩। বেইসিক গ্রামারে দখল নিয়ে আসা -
ইংরেজিতে কথা বলা, লেখা বা অনুবাদের জন্য ব্যাকরণ অপরিহার্য। Parts of Speech, Tense, Voice, Narration, Preposition ইত্যাদি বিষয়ে সুদৃঢ় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ভালো ব্যাকরণজ্ঞানই ভাষাকে শুদ্ধ ও সাবলীল করে তোলে।

৪। ইংরেজি শব্দের উপরে জোর প্রদান করা -
Vocabulary হলো ভাষার প্রাণ। প্রতিদিন নতুন শব্দ শিখে তার অর্থ, উচ্চারণ ও ব্যবহার অনুশীলন করতে হবে। শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হলে লেখা ও কথোপকথনে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়।

৫। অনুবাদে দখল নিয়ে আসা -
বাংলা থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে । এটি ব্যাকরণ ও শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ায় এবং সঠিকভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে।

৬। ইংরেজি বিষয়ের নয় - এমন শিক্ষকের কাছে ইংরেজি প্রাইভেট পড়া এড়িয়ে চলা -
ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। তাই ইংরেজি পড়তে হলে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকের কাছেই পড়া উচিত। অন্য বিষয়ের শিক্ষক তার স্বল্প ইংরেজীর জ্ঞানে ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারেন যা ভবিষ্যতে একজন শিক্ষার্থীর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। অন্যদিকে, অপ্রিয় হলেও সত্য কথা যে আজকাল দেখা যায় অনেকাংশে একজন শিক্ষকই একাধিক সাবজেক্ট প্রাইভেট পড়ান। মনে রাখতে হবে A jack of all trades, master of none. (সব জান্তা কোনোটারই ওস্তাদ নয়।)

৭। মোবাইল ফোনে আসক্ত না হওয়া -

অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নষ্ট করে এবং পড়াশোনার আগ্রহ কমিয়ে দেয়। তাই সোশ্যাল মিডিয়া বা গেমসে সময় নষ্ট না করে শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

৮। নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়া-
অনেক সময় শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের শিক্ষককেই প্রাইভেট টিউটর হিসেবে বেছে নেয়। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী ইন্টারনাল সব পরীক্ষায় পাস করে যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ওই শিক্ষার্থীই বোর্ড পরীক্ষায় ইংরেজিতে ফেল করেছে। অতএব প্রথম থেকেই নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে ইংরেজি প্রাইভেট না পড়লে একজন শিক্ষার্থী সহজে বুঝতে পারবে ইন্টারনাল পরীক্ষায় ইংরেজিতে সে কত পাওয়ার যোগ্য। কারণ যখন একজন শিক্ষার্থী নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে না তখন শিক্ষক খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মায়ার চোখে দেখেন না। ফলে একজন শিক্ষার্থী যথাযোগ্য নম্বর পায় এবং পরবর্তীতে ভালো প্রস্তুতির মাধ্যমে বোর্ডের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

৯। সময় নষ্ট না করে নিয়মিত পড়তে বসা-
ইংরেজিতে সফলতা রাতারাতি আসে না; এটি ধৈর্য ও নিয়মিত অনুশীলনের ফল। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়াশোনা ও চর্চা করলে ইংরেজিতে সফলতা অর্জন সম্ভব।

১০। মানসম্মত থ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর অভ্যাস করে তোলা-
দক্ষ ইংরেজি শিক্ষকের সহযোগিতায় ফ্রী হ্যান্ড রাইটিং লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কারণ সুন্দর ও স্পষ্ট হ্যান্ডরাইটিং শুধু পরীক্ষায় নয়, লেখার দক্ষতাও বৃদ্ধি করে। নিয়মিত ইংরেজি লিখনচর্চা করলে লেখার গতি ও সঠিকতা দুটোই উন্নত হয়।

পরিশেষে, ইংরেজি শেখা কেবল পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য নয়, বরং ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য। সঠিক দিকনির্দেশনা, নিয়মিত চর্চা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থী ইংরেজিতে সফলতা অর্জন করতে পারবে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাশের হার ৫৮.৮৩%

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের সব সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে একসঙ্গে ফল প্রকাশ করা হয়েছে। পাশের হার ৫৮.৮৩।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড একযোগে নিজেদের মতো করে ফল প্রকাশ করেছে।

২০২৪ সালে গড় পাসের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ২০২৩ সালে গড় পাসের হার ছিল ৭৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এ বছর দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেন। তাদের মধ্যে ৬ লাখ ১৮ হাজার ১৫ জন ছাত্র এবং ৬ লাখ ৩৩ হাজার ৯৬ জন ছাত্রী। সারা দেশে মোট ২ হাজার ৭৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেননি। আর এবারও ফল তৈরি হয়েছে ‘বাস্তব মূল্যায়ন’ নীতিতে।

পরীক্ষার্থীরা তিনভাবে এইচএসসির ফল জানতে পারবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

১. ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.dhakaeducationboard.gov.bd-□□ গিয়ে Result কর্নারে ক্লিক করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের EIIN এন্ট্রি করে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক Result sheet download করা যাবে।

২. www.educationboardresults.gov.bd ওয়েবসাইটে ক্লিক করে রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বরের মাধ্যমে Result sheet download করতে পারবেন।

৩. মোবাইলে খুদে বার্তার মাধ্যমেও পরীক্ষার্থীরা ফলাফল জানতে

পারবেন। এজন্য HSC Board name (first 3 letters) Roll Year টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে। উদাহরণ : HSC Dha 123456 2024 লিখে 16222-তে পাঠাতে হবে।

উল্লেখ্য , এ বছর ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ শিক্ষার্থী এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য ফরম পূরণ করেন। তাদের মধ্যে ৬ লাখ ১৮ হাজার ১৫ জন ছাত্র এবং ৬ লাখ ৩৩ হাজার ৯৬ জন ছাত্রী। সারা দেশে ২ হাজার ৭৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন সোয়া ১২ লাখের বেশি পরীক্ষার্থী।